দৈনিক ইত্তেফাক

২৮

তারিখ 03 OCT 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

জনবল কাঠামো নীতিমালার কারণে বেসরকারী কলেজে শিক্ষক সংকট

আনোয়ার আলদীন ॥ দেশের বেসরকারী কলেজগুলিতে তীব্র শিক্ষক সংকট চলিতেছে। কলেজগুলিতে যে হারে ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই তুলনায় নূতন শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হইতেছে না। সাবেক সরকারের আমলে বেসরকারী কলেজগুলির ক্ষেত্রে জারিকৃত জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালার কারণে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে না পারায় এই সংকট চলিতেছে। ফলে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। গত বছরের ২৪শে অক্টোবর জারিকৃত ঐ নীতিমালায় বলা হয়, বেসরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রতি বিষয়ে ১ জন এবং ডিগ্রী কলেজের প্রতি আবশ্যিক বিষয়ে ২ জন ও ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য সর্বোচ্চ ১ জন শিক্ষক নিয়োগ করা যাইবে। কিন্তু ইতিপূর্বে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে প্রতি বিষয়ে প্রতি ১২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১ জন করিয়া এবং ডিগ্রী কলেজে প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ২ জন করিয়া শিক্ষক রাখার বিধান চালু ছিল। নিয়ম বিধিতেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম ২ জন করিয়া শিক্ষক নিয়োগ আবশ্যিক শর্ত রাখা হইয়াছে। ইতিপূর্বে ডিগ্রী পর্যায়ে বিজ্ঞানের বিষয়ের জন্য প্রতিটিতে ৩ জন করিয়া শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ ছিল।

জনবল কাঠামো নীতিমালা জারির ফলে বেসরকারী কলেজসমূহে নূতন শিক্ষক নিয়োগও বন্ধ রহিয়াছে। জানা গিয়াছে, দেশের অধিকাংশ বেসরকারী কলেজে প্রতি বিষয়ে, বিশেষ করিয়া আবশ্যিক বিষয়ে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী রহিয়াছে। এই বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে মাত্র ১ জন শিক্ষকের পক্ষে কোন ক্রমেই পাঠদান সম্ভব নয়। ঐচ্ছিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। নীতিমালায় বলা হইয়াছে, এই নির্দেশ ভঙ্গ করিয়া কোন কলেজে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হইলে সংশ্লিষ্ট কলেজকেই ঐ শিক্ষকের সম্পূর্ণ বেতনভাতা বহন করিতে হইবে (১১শ পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষক সংকট

(১ম পৃঃ পর)

উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে বেসরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা ৪ শত ৫৩টি, বেসরকারী ইন্টারমিডিয়েটসহ ডিগ্রী কলেজ-৩ শত ৮৮টি, এবং বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ ৩ শত ৮৮টি। এই কলেজগুলিতে কয়েক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করিতেছে। সরকার এই বেসরকারী অনুমোদিত কলেজগুলিতে শিক্ষকদের মূল বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ দিয়া থাকে। অবশিষ্ট ২০ ভাগ কলেজ কর্তৃপক্ষ বহন করে।

বেসরকারী কলেজগুলির ক্ষেত্রে এই জনবল কাঠামো নীতিমালাকে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একডেমিক কাউন্সিল গত ৩রা জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একটি চিঠি দেয়। চিঠিতে শিক্ষার মান সমুন্নত রাখার স্বার্থে পূর্বের ন্যায় ২ জন করিয়া শিক্ষক রাখার ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন এই জনবল কাঠামো বাতিলের দাবীতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যক্ষ শেখ আমানুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল তিন মাস পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা প্রফেসর এম শামসুল হককে বিষয়টি অবহিত করেন। উপদেষ্টা এই কাঠামো সংশোধনের নির্দেশ দেন। কিন্তু নূতন সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিষয়টি আবার ধামাচাপা পড়িয়া যায়।

এদিকে জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশ গত বছরের ২৪শে অক্টোবর জারি করা হইলেও আজ পর্যন্ত দেশের অধিকাংশ কলেজে ঐ নির্দেশ পৌঁছায় নাই। উক্ত তারিখের পর নিয়োজিত শিক্ষকরা যখন এমপিও-এর জন্য শিক্ষা অধিদপ্তরে আসেন তখন তাঁহাদের আবেদনপত্র বিবেচনা করা হয় না। বর্তমানে শিক্ষা অধিদপ্তরে এমন কয়েক হাজার আবেদনপত্র পড়িয়া আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, জনবল কাঠামো সংশোধন না করা হইলে শিক্ষকরা রাজপথে নামিতে বাধ্য হইবেন।